চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে নগদ অর্থ ও স্বর্ণের গহনা চুরির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে গেটের তালা ভেঙ্গে নগদ ৬ লাখ টাকা ও ৩ ভরি স্বর্ণের গহনা ও আসবাবপত্র চুরির অভিযোগ উঠেছে রাজু আহম্মেদ গংয়ের বিরুদ্ধে।

জানাযায় গত মঙ্গলবার বিরোধপূর্ণ বাড়িতে গেটের তালা ভেঙ্গে চুরি করছে বলে অভিযোগ করেছে বাড়ির মালিক মহাসিন। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, জমিসহ বাড়ি কিনে মহাসিন কিন্তু বাড়িতে উঠতে দিচ্ছে না রাজু আহম্মেদ।

ক্রেতা মহাসিন অভিযোগ করে বলেন আমি চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামের ১৫ নং মৌজার ৩২৪ দাগের. ৭৭০ একরের মধ্যে.৫৬৮একর জমি ক্রয় করি দর্শনা মিজানুর রহমান মিজানের ভোগ দখল থাকাকালীন আমি তার কাছ থেকে ২৯ লক্ষ টাকায়। আমার রেজিষ্টি খরচ দিয়ে আমার প্রায় সাড়ে ৩২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই জমিসহ বাড়ি কিনে বসবাস করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে দোস্ত গ্রামের রাজু আহম্মেদ গং আমার বাড়ি থেকে জোর পূর্বক বের করে দেয়। আমি কোন উপায়ন্তর না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা আদালতে ১৪৫ ধারা জারি করি। আদালত বিষয়টি আমলে নিয়ে দর্শনা থানাকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। দর্শনা থানা পুলিশ নির্দেশ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পায়। পরে পুলিশ দুই পক্ষকে শান্ত থাকার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অমন্য করে গত মঙ্গলবার রাজ আহম্মেদ গং বাড়ির গেটের তালা ভেঙ্গে মহাসিনের আসবাবপত্র নগদ টাকা সোনার চেইনসহ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে পালিয়ে আবার দখলে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় অভিযোগ করেছে গনমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের কাছে মহাসিন। এ বিষয়ে রাজু আহম্মেদের সাথে মোবাইলে কথা বললে তিনি বলেন বাড়িটি আমাদের দখলে আছে এবং তার আসবাবপত্র টাকা পয়সা কিছুই ছিলনা।

কুষ্টিয়ায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ২জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সরকারি খাল থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে ২জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের বাহিরমাদী এলাকায় সরকারি খাল থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করার অভিযোগে সেলিম রেজা ও সরকারি কাজে অসহযোগিতা করায় ফরজ আলী নামে দু’জনকে ১৫দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীদুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সরকারি খাল থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করার অভিযোগে সেলিম রেজা, সরকারি কাজে অসহযোগিতা করায় ফরজ আলী নামে ২ জনকে আটক করা হয়।

পরে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতে সেলিম রেজা ও ফরজ আলীকে ১৫দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও দৌলতপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীদুল ইসলাম। পরে তাদের পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পারিবারিক প্রতারণা ও নির্যাতনে অভিযোগে যুবকের সংবাদ সম্মেলন

পারিবারিক প্রতারণা, নির্যাতন, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ও বাবার হত্যাকারীদের বিচার চেয়ে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন রাসেল আহমেদ নামের এক যুবক। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তিনি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, তার বাবা রাজু কামল ছিলেন মেহেরপুরের বীজ ব্যবসায়ী। তার বাবার নগদ অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাত করার লক্ষ্যে তার মা খুশি, দুই চাচা জয়নাল ও নবাব, বোন রাখি ও ভগ্নিপতি মামুন এক জোট হয়ে তার বাবাকে হত্যা করে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়েছে।

এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে তার চাচা, মা এবং বোন জবাই তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে আমাকে পাগল সাজানোর চেষ্টা করে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আইন অনুযায়ী আমার বাবার হত্যার বিচার দাবি করছি। তার বাবার মৃত্যু তার কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে।

তিনি বলেন, বাবার মৃত্যুর পর যখন হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে যায় তখন সেই লাশ তারা বাড়িতে ঢোকাতে দেয়নি। এমনকি ওই সময় আমার বোন ও ভগ্নিপতি কাউকে দেখা যায়নি। পরে দাদির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবার লাশের দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়। ওই সময় আমার বোন ও ভগ্নপতি সেখানে আসে। তারা চার থেকে ৫ ঘন্টা কোথায় ছিলো। বাবার মৃত্যুর পর তারা বাবার আলমারি থেকে নগদ টাকা ও জমির দলিল গাংনীতে রেখে আসতে গিয়েছিলো।

বাবার মৃত্যুর পর সঞ্চয় অফিস ও রুপালি ব্যাংক থেকে ওয়ারিশ হিসেবে আমার মা প্রায় দেড় কোটি টাকা তুলে আত্মসা’ করেছে। আমি ওই সব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্টেটমেন্ট চাইলেও আমাকে দেওয়া হয়নি।

রাসেলের স্ত্রী বলেন, আমার যখন প্রথম সন্তান পেটে আসে তখন শাশুড়ি মা আমার পেটের সন্তান নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে একইভাবে দ্বিতীয় সন্তান যখন পেটে আসে তখন তার খালা সেটাও নষ্ট করার চেষ্টা করে বিভিন্ন ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। আমি না খাওয়াতে তারা তখন আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে আমার সন্তানকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যই এটা করা হয় যাতে করে মামুনের কোন ওয়ারিশ না থাকে এবং সম্পত্তির ভাগ না পায়।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কোষাধাক্ষ দিলরুবা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানাসহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় আলমারী ভেঙ্গে প্রায় ৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগ

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ার তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মের আলমারী ভেঙ্গে ব্যবসায়ীর ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান হাবীব ও তার সহযোগী জহির কে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হেফাজতে নেয় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ১১ টার দিকে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব ও একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন। এবিষয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী শমশের আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩ জনকে আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামের খোদা বক্স শেখের ছেলে শমশের আলী দামুড়হুদা পুড়াপাড়ায় অবস্থিত তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মে ভূষি মালের আড়ত করে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

অভিযুক্তদের সাথে সখ্যতা থাকার কারনে তারা প্রায় দিন আড়তে আসা যাওয়া করতো। এরই এক পর্যায়ে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে অভিযুক্তরা শমশের আলী’র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাই। আছরের আজান হলে তাদেরকে অফিসে রেখে শমসের আলী নামাজ পরতে যাই। এসে দেখে কেউ নেই। অফিসের আলমারির তালা ভাঙ্গা ও ড্রয়ার মেঝেতে পরে আছে। ওই ড্রয়ারে নগদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাখা ছিলো। যা চুরি হয়ে যায়। এসময় শমশের আলীর ডাক চিৎকারে ফার্মের কর্মরত শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

শ্রমিকরা জানায় দামুড়হুদা দশমীপাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল পাড়ার খোকন হোসেনের ছেলে কাশেম আলী ঘরে ঢুকেছিল। এরপর হাবিবুর রহমান ও জহির হোসেন ঘটনাস্থলে আসলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনা অস্বীকার করে। উপস্থিত জনতা

উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ২ জনকে হেফাজতে নেয়। পরে বাদী ও বিবাদীদ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে নিজেরায় ২ লক্ষ টাকায় আপোষ মিমাংসা করে এবং থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া ২ জনকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য হাবিবুর রহমান হাবীব দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের এক জরুরী সভার আহবান করা হয়। সভায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব এর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়। টাকা চুরির দায়ে সে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তার বিরুদ্ধে টাকা চুরির বিষয়ে পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার কারনে তার দ্বারা প্রেসক্লাব সহ সাংবাদিকদের সম্মানহানি হয়েছে। যারফলে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব কে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ সভায় তদন্ত সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে ব্যবসায়ী ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক শমসের আলী বলেন, আমি হাবীব কে নিজের ছোট ভাই এর মতো ভালোবাসতাম। সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আলমারি ভেঙ্গে চুরি করেছে। আমি থানায় লিখত অভিযোগ দিয়েছিলাম। পরে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসা হলে থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় তাদেরকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় নারী ইউপি সদস্যের

বাড়িতে হামলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার শ্যামপুর গ্রামের এক নারী ইউপি সদস্যের বাড়িতে নির্বাচন পরবর্ত্তী হামলার অভিযোগ উঠেছে। রোকসানা খাতুন নামের ওই নারী ইউপি সদস্য এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সদ্য অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ৯ জন ইউপি সদস্য বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার প্রচারণা করেন। নির্বাচনে শ্যামপুর গ্রামের মহিলা ইউপি সদস্য রোকসানাসহ কয়েকজন এম.এ রাজ্জাক খান রাজের ফ্রিজ প্রতিকের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এদিকে নির্বাচনের পর নৌকার সমর্থকরা নৌকার প্রতিকের বিপক্ষে ভোট করায় তর্কাতর্কিসহ তাকে হুমকি ধামকি দিতে থাকেন। এরই এক পর্যায়ে তারা গত শুক্রবার রাতে ওই নারীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয় নারী ইউপি সদস্য রোকসানা খাতুন ও তার স্বামী রাশিদুল ব্যক্তিগত কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত মোটরসাইকেলের উপর থেকেও বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। এতে রোকসানা খাতুন ও রাশিদুল আহত হয়। এছাড়া নারী সদস্য ও তার স্বামীকে অভিযুক্তরা মোবাইলে ও বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের গোপিবল্লভপুর গ্রামের মৃত গোপালের ছেলে টুটুল (৪৫), মৃত রমজান মন্ডলের ছেলে রহমত আলী (৪০), মৃত আজিবর রহমানের ছেলে সোহেল (৪০), মৃত খোদা বক্সের ছেলে জাহাঙ্গীর (৪৬)সহ আরও ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের

কর্মীদের বিরুদ্ধে নৌকার কর্মীদের বাড়িতে হামলা অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় সংসদ নির্বাচনের পরের দিন নাগদাহ গ্রামে ঈগল প্রতিকের কর্মীদের বিরুদ্ধে নৌকার কর্মীদের উপর দেশীয় অস্ত্রে হামলা ও ভাঙচুর এবং লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সোমবার সকাল ৯ টার দিকে উপজেলার নাগদাহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জের ধরে আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে আবারো নৌকার দুই কর্মীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা ও খড়ের গাদায় আগুনের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ও ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের যৌথ টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পেট্রোল বোমা উদ্ধার করে। ওই ঘটনার পরপরই এলাকাজুড়ে থমথমে বিরাজ করছে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত ৭ জানুয়ারি রবিবার চুয়াডাঙ্গা ১ আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে ঘিরে নাগদাহ দক্ষিণপাড়া গ্রামে আওয়ামীলীগের নৌকা ও স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের দুই প্রার্থীর পক্ষে ওই এলাকার পৃথক কর্মীরা নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা করেন। পক্ষ-বিপক্ষে অংশ নেওয়া ও মতবিরোধের কারণে দু’গ্রুপে নির্বাচনি বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে- গতকাল সোমবার সকালে ঈগল প্রতিকের কর্মী মৃত করিম মোল্লার ছেলে ইকরামুল মোল্লা (৪৬), পচা মোল্লা (৫১), ইদ্রিস মোল্লা (৪০) একই এলাকার আওয়ামীলীগের নৌকার কর্মী সাগর হুসাইন
(৩৫) এবং তার পরিবারের উপর দেশীয় অস্ত্র (রামদা) নিয়ে হামলা চালায়।

এসময় ঈগল প্রতিকের কর্মীদের সমর্থনে হামলায় অংশ নেয় খাইরুল মোল্লার ছেলে শামিম মোল্লা (২৬), রায়হান মোল্লা (২১), মৃত দিন মোহাম্মদের ছেলে মিলন মোল্লা (৩৪), ইকরামুল মোল্লার ছেলে সুমন মোল্লা (২৮), সোহেল মোল্লক (২৪), আবু বক্করের ছেলে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস (৩২), পচা মোল্লার ছেলে আলিহিম মোল্লা (২৬), রব্বানি মোল্লার ছেলে ইমরান মোল্লা (২৬), জনি মোল্লা (৩২), মৃত আদম বিশ্বাসের ছেলে কটু বিশ্বাস (৩৮), আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে লতিফ বিশ্বাস (৪০), মৃত মোজাহার বিশ্বাসের ছেলে মাহাবুল বিশ্বাস (৪০), মৃত বরকতের ছেলে শওকত আলী (৫৫)। ওই ঘটনার সময় নৌকার কর্মী সাগর হুসাইনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এছাড়াও

আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে প্রতিবেশী হাবিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী সাগর হুসাইন জানান, নির্বাচন কেন্দ্রীক ইকরামুল মোল্লা গং তারা ঈগল প্রতিকে নির্বাচনের জন্য চাপ দেয়। আমি নৌকার একজন কর্মী। এছাড়া আমার মহল্লার অনেকে ছেলুন জোয়ার্দ্দারের সমর্থনকারী। সেই হিসেবে এ মহল্লার নৌকার বিপরীতে ভোট না করায় তারা বিভিন্ন হুমকি দিতে থাকে।

তিনি আরো বলেন, গতকাল সোমবার সকাল ৯ টার দিকে ঈগল প্রতিকের প্রার্থী হেরে যাওয়ায় ১৫-২০ জন ঈগল প্রতিকের কর্মীরা আমার বাড়িতে জোরপূর্বক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। আমি পালিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেও দরজায় রামদা দিয়ে কোপ মারে। এতে আমি আমার পরিবারসহ মহল্লাবাসী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এছাড়া আজ মঙ্গলবার মধ্যরাতে আমার বাড়ির রান্না ঘরের টিনের উপর পেট্রোল বোমা রেখে যায়। এছাড়া প্রতিবেশী নৌকা কর্মী রবিউলের বসতবাড়িতে থাকা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

আরেক ভুক্তভোগী হাবিবুর রহমান জানান, আজ মঙ্গলবার রাতে পরিবার নিয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিলাম।হঠাৎ রাত ১ টার দিকে কয়েকজন লোকের উপস্থিত টের পাই। গতকাল সোমবারের ঘটনার কারণে আমরা কেউ বাইরে বের হয়নি। পরে প্রতিবেশীদের চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে খড়ের গাদায় আগুন দেখতে পায়।

তিনি আরো বলেন, গতকাল সোমবার সকালে ঈগল প্রতিকের কর্মীরা সাগরের নিকট হামলা চালালে আমি প্রতিবাদ করি। ওই একারণেই আমার বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশের আইসি গোলাম হোসেন জানান, গতকাল সোমবারের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় বাদি পক্ষ জামিন নিয়েছে। তবে, আজ মঙ্গলবার রাতে পেট্রোল বোমা উদ্ধার ও অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ভুক্তভোগীরা কেউ এখন পর্যন্ত লিখিত কোন অভিযোগ করেনি।

বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম মসিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে আতংক সৃষ্টি করার অভিযোগ করেছেন মোঃ সালেহ আল আজিজ টনিক বিশ্বাস।

বিষয়টি নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অভিযোগ করেছেন।

গত ৩ জানুয়ারি বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রটি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করেছেন। যার ডকেট নম্বর ১৭৫, তারিখ ৩ জানুয়ারি।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি সতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নানের (ট্রাক প্রতীকের) ০৭ নম্বর বারাদী ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালানা কমিটির আহবায়ক। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নৌকার প্রতীকের পক্ষের নেতা ও মেম্বার গণ সাধারণ ভোটারদের ভোট

কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে পুরা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে ফেলেছে।

লিখিত অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন, মোমিন চেয়ারম্যান সহ পাটকেলপোতা গ্রামের মোঃ রানা, রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোঃ মুক্তি, রাজনগর শেখপাড়ার ওলিল ও শফি মেম্বার, আইনাল, হাসানাবাদ কলোনীর মামুন ও রবিন, মোমিনপুরের কালু মেম্বার, সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার মোঃ সিদ্দিক ও কামাল, নতুন দরবেশপুরের মোঃ জাকির হোসেন লিটন মেম্বার এবং সিংহাটি পূর্বপাড়ার সুলতান মেম্বরকে। লিখিত অভিযোগে তিনি অনুরোধ করেন ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

টনিক বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেন, অভিযোগ দাখিল ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই অভিযোগের অনুলিপি জেলা পরিষদ, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও গোয়েন্দা সংস্থায় দিয়ে এসেছেন।

ঝিনাইদহে নৌকার পক্ষ নেওয়ায় ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হাইয়ের কর্মী ও হাকিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকুকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের বিরুদ্ধে।

এঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে শৈলকুপা থানায় জিডি করেছেন ওই ভুক্তভোগী। শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু প্রয়াত উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শিকদার মোশাররফ হোসেন ও শিকদার শেফালী বেগমের পুত্র এবং শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

জিডি সূত্রে জানা গেছে,শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাইয়ের নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে ওই এলাকায় নৌকা প্রতীকের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে। সেজন্য তাঁকে নিজ শিবিরে ভেড়ানোর জন্য একের পর এক প্রলোভন দেখাতে থাকে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তাঁর স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। এমনকি মোটা অংকের টাকার প্রলোভন পর্যন্ত তাঁকে দেখানো হয়।

ওই সকল প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ইকুকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তাঁর স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। তারপর থেকেই ভুক্তভোগী ইউপি চেয়ারম্যান ইকুসহ তাঁর অনুসারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

এ সকল অভিযোগের বিষয়ে জানতে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চৌধুরী জানান, বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিকে নৌকার সমর্থকরা মারপিট করার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাসকে নৌকার সমর্থকরা বেধরক মারপিট করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী।

আজ রোববার দুপুরে মুসা মিয়া আইসিটি সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এসময় অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাস লিখিত বক্তব্যে বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঈগল প্রতীকের প্রচার প্রচরনায় অংশ গ্রহণে বাধা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি হুমকি দিয়ে আসছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আমি মাইক্রোবাস যোগে শংকরপুর ওমরের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথেই চন্ডিপুর গ্রামের জোবায়ের মির, মির কামরুজ্জামান, হেলাল আহম্মেদ ও আজিজুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন এসে আমাকে কলার চেপে ধরে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে ফেলিয়ে দিয়ে বেদনাযুক্ত জখম করে। তারা আমার গাঁয়ে থাকা মুজিব কোর্ট টেনে ছিড়ে ফেলে। তখন ওর আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলে তারা বলে এরপর থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার প্রচরনায় গেলে আমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলাসহ আমার স্ত্রী সন্তানদের খুন করবে বলে ভয়ভীতি ও হুমকী দিয়ে চলে যায়। বর্তমানে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার প্রচরনায় অংশ নিতে ভয় পাচ্ছি। পাশাপাশি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাড়ীতে জান-মালের নিরাপত্তায় ভুগছি। আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট এর বিচার চাচ্ছি। এঘটানায় ঝিনইদহ সদর থানায় শনিবার রাতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। যার নম্বর-১৯২৭। এব্যাপারে পুলিশের জোরালো ভূমিকা রাখার দাবি জানাচ্ছি।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজুর ৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর (ক্ষিনপাড়া) সাকিনস্থ জনৈক মোঃ রিপন আলীর স্ত্রী মোছাঃ কেয়া খাতুন (২৬) বাদী হয়ে সদর থানায় এসে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, গত সোমবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর দক্ষিনপাড়ার আত্তাব আলীর ছেলে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৩) শ্লীলতাহানি ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটায়।বর্ণিত ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৬ মঙ্গলবার ধারা- ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলীর নেতৃত্বে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই(নিঃ) মোঃ ফরিদুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার একটি চৌকস টিম চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। আসামীকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

আসামীর প্রদত্ত স্বীকারোক্ত অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত আসামী একজন অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারী। সে রাত্রি বেলায় প্রায়শই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর আশেপাশে পূর্বে থেকে ওঁৎ পেতে থাকে এবং এ সময় ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে গোপনে আসামী তার ঘরে মধ্যে প্রবেশ করে এবং খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে তাদেরকে মুখ চেপে ধরে এবং আসামীর চিরাচরিত সহিংস ও হিংস্র আচরণের মাধ্যমে তাদের উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়ে কৌশলে পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃত এই আসামি কর্তৃক কতজন ভিকটিম তার বিকৃত লালসার শিকার হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আসামীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।